JAN. ') '001

ভর্তিযুদ্ধের উত্তেজনাময় চিত্র ॥ শিশুরা নয়–যেন অভিভাবকরাই রণক্লান্ত

ইলিয়াস খান

'ভর্তিযুদ্ধের সৈনিকরা বের হয়ে আসছে' মাইকে ঘোষণা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলের পর দল শিশু বেরিয়ে এলো। স্কুলের বর্তমান ছাত্ররা করতালি দিয়ে তাদের অভিনন্দন জানাল। পরীক্ষা হলের বাইরে বাঁশ দিয়ে ঘেরা বাউন্ডারির চারদিকে উদ্বেগাকুল অভিভাবক। তাঁদের চোখেমুখে জিজ্ঞাসা— ৫/৬ বছর বয়সী সন্তানটি এই যুদ্ধে জিতবে কিনা? জিজ্ঞাসার কারণও আছে। পূর্বাহ্নেই ঠিক হয়ে আছে এই যুদ্ধে বিজয়ী হবে ২৪০ জন। অথচ অংশ নিয়েছে ২ হাজার ২শ' ৯৬ জন। শিশুরা বেরিয়ে এসেছে অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়ে। হাসিখুশি, চেহারায় কোন বিকার নেই। কিন্তু অভিভাকদের চোখ-মুখের দিকে

(২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

রাজধানীর সরকারী স্কুলে ভর্তিযুদ্ধ শুরু, জীবনের প্রথম ভর্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে বেরিয়ে আসছে শিশুরা, ভিড়ের মধ্যে শিশুকে স্বজনের কাছে দেয়া হচ্ছে (নিচে) ও সন্তানদের অপেক্ষায় উদ্বেগাকুল অভিভাবকরা (উপরে) —সানাউল হক

ভর্তিযুদ্ধের উত্তেজনাময়

(২-এর পাতার পর)

তাকানো যায় না। এরাই যেন যুদ্ধক্লান্ত। আসলেই তাই, আক্ষরিক অর্থে ভর্তিযুদ্ধ শিক্ষার্থীরা করলেও মূল যুদ্ধটা করছেন অভিভাবকরাই। উপরোল্লিখিত যুদ্ধক্ষেত্রটির নাম গবঃ ল্যাবরেটরি স্কুল। রাজধানীর ২৪টি সরকারী স্কুলে মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী 'ভর্তিযুদ্ধ'। ২৪টি স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হলেও মূল যুদ্ধ ৪/৫টি স্কুল ঘিরে। এর মধ্যে অন্যতম ল্যাবরেটরি স্কুল।

রাজধানীর শীর্ষস্থানীয় এই সরকারী স্কুলটিতে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে মঙ্গলবার ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ৫টি শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও মূল প্রতিযোগিতা ১ম শ্রেণীতে। প্রথম শ্রেণীর দু'টি শাখায় এ বছর ২৪০টি আসন খালি রয়েছে। প্রভাতী শাখায় ১২০ এবং দিবা শাখায় ১২০। এই দু'শাখায় আবেদন পড়েছে যথাক্রমে ১ হাজার ২শ' ৯৩ এবং ১ হাজার ৩টি। ২য় শ্রেণীর ১৩টি আসনের জন্য আবেদন পড়ে ৭ শতাধিক, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ৭টি করে আসনের জন্য আবেদন পড়ে যথাক্রমে ১০৪ ও ৪৫০, ষষ্ঠ শ্রেণীর ২৪টি আসনের জন্য আবেদন পড়ে ৫ শতাধিক। ১ম শ্রেণী থেকে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় সকাল ১০টা হতে দুপুর ১২টা পর্যন্ত।